ইত্তেফাক

004

তারিখ ... 10 SEP 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম ... 1 ...

ইত্তেফাক

# নিরক্ষরতা দূরাকরণ

প্রতি বৎসরের মত এবারও ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হইল। নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে মানবজাতিকে মুক্ত করাই এই দিবসের লক্ষ্য। সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাক্ষরতার আন্দোলনকে অব্যাহত রাখাই প্রতি বৎসর এই দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান বিশ্বে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা প্রায় একশত কোটি এবং ইহার শতকরা নব্বই ভাগই তৃতীয় বিশ্বের মানুষ। এই তৃতীয় বিশ্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হয়তো বৃদ্ধি পাইতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে বিভিন্ন ধরনের সাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিমাণ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নিরক্ষরতার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ কি? কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল মিলাইয়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান পারিয়া উঠিতেছে না। এই বর্ধিত জনসংখ্যা ক্রমশঃ মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতা হরণ করিয়া লইতেছে। ইহার ফলে শিক্ষা এবং জীবিকার কোনটি অগ্রাধিকার পাইবে ইহাই এখন জনসাধারণের নিকট সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখন অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে জীবিকার উপরই বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করিয়া চলিয়াছে। তাই দেখা যায়, শিশুরা শিক্ষাপীঠের পরিবর্তে মাঠে অথবা কলেকারখানায় কিংবা অন্য কোন কর্মে নিয়োজিত হইয়া পড়িতেছে। ইহার ফলে নিরক্ষরতার সংখ্যা বাড়িতেছে।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে এমন একটি প্রত্যয় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী দুই হাজার সনের মধ্যে দেশ হইতে নিরক্ষরতার অভিশাপ চিরতরে দূরীভূত করা হইবে। এ ধরনের প্রত্যয় অবশ্যই থাকা উচিত। তবে প্রশ্ন হইল, এ ধরনের প্রত্যয় ঘোষণার ভিত্তিটা কি? দেশ হইতে যদি দারিদ্র্য দূর না করা যায় এবং একই [illegible] করা যায় তাহা হইলে যত বিশাল এবং ব্যাপক নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানই চালানো হউক না কেন, উহা কি সাফল্যের মুখ দেখিবে? বর্তমানে শিক্ষিতের সংজ্ঞাটাও পাল্টাইয়াছে। ইউনেস্কো বর্ণিত নূতন সংজ্ঞায় এখন আর কেবল নাম দস্তখত করিতে পারিলেই তাহাকে সাক্ষর বলা যাইবে না। তাহাকে একটি পত্র লেখার ব্যাপারে সক্ষম হইতে হইবে। এই সংজ্ঞার মধ্যে ফেলিলে আমরা কিভাবে নিশ্চিত হইতে পারিব যে, আগামী পনের বছরের মধ্যে বাংলাদেশের দশ হইতে তিরিশ বছর বয়সের যে কোন ব্যক্তি একটি চিঠি লেখার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিবে? তাই সাক্ষরতার ধারণাকেও সম্ভবতঃ পরিবর্তন করিয়া ফেলা প্রয়োজন।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেকটা কাজেরই একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। শিক্ষাবিস্তারেরও একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকিতে হইবে। কেবল চিঠি লিখিতে পারিলেই সেই উদ্দেশ্য সফল হয় কিনা উহা দেখিতে হইবে। যে শিক্ষা জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, যে শিক্ষা জীবনযাত্রায় কোন সাহায্য করিতে পারে না, সেই শিক্ষার মূল্য কতখানি? অক্ষরবিদ্যা বা চিঠি লিখিতে পারার যোগ্যতার সঙ্গে অর্থকরী শিক্ষাকে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এমন শিক্ষা এদেশে প্রয়োজন—যে শিক্ষা জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার হইয়া উঠিবে, যে শিক্ষার শক্তিতে মানুষ জীবনকে মোকাবিলার সাহস সঞ্চয় করিতে পারিবে। তাহা হইলে একদিকে দারিদ্র্য মোচনের একটি প্রচেষ্টা থাকিবে, পাশাপাশি বাংলাদেশের মৌলিক সমস্যা অর্থাৎ জনসংখ্যা সমস্যার ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মলাভ করিবে। এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বাঁধিয়া লাভ নাই। উদ্যোগ এবং সাধু প্রয়োগের মাধ্যমেই লক্ষ্য অর্জিত হইবে—তাহা তাড়াতাড়িই হউক বা কিছু [illegible]।